০৪.১২.২০২৩
সিটি. ২৩৬
এসকে, এসএল.১.

২০০৭ সালের সি আর আর ৪২৯১
সিআরএএন ১/২০০৮, সিআরএএন ৬/২০১০, সিআরএএন ৯/২০২৩
বিষয়ে: বিক্রমজিৎ সাহা ও অন্যরা

শ্রী জয়দীপ বিশ্বাস

শ্রী কৌশিক ঘোষ

... আবেদনকারীদের জন্য।

শ্রী কল্লোল মন্ডল

শ্রী কৃষাণ রায়

শ্রী সৌভিক দাস

শ্রী এ ব্যানার্জী

... ও.পি. নং ২ এর জন্য।

শ্রী মধুসূদন সুর

শ্রী এন পি আগরওয়াল

শ্রী প্রতীক বোস

... রাষ্ট্রের জন্য।

১. এই আবেদনটি ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে আবেদনকারীদের দ্বারা দাখিল করা হয়েছে, যা বিচারাধীন বিচারক, প্রথম শ্রেণি, নবদ্বীপ, নদীয়া আদালতে বিচারাধীন জি.আর. কেস নং ২১৯/২০০৬, যা নবদ্বীপ থানা কেস নং ২২৫/২০০৬, তারিখ ১৬.১২.২০০৬-এর প্রেক্ষিতে ৪৯৮ক/৪০৬/৫০৬/৩৪ ধারা অনুসারে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী চলছে, এই মামলার কার্যক্রম বাতিল করার আবেদন জানানো হয়েছে।

২. বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিরোধী পক্ষ নং ২ নিজেকে আবেদনকারী নং ১-এর আইনত বিবাহিত স্ত্রী হিসেবে প্রদর্শন করে, যিনি নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছেন, নবদ্বীপের মাননীয় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন,

অভিযোগে বিশেষত উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিরোধী পক্ষ নং ২ এবং আবেদনকারী নং ১-এর মধ্যে ২২শে জানুয়ারি, ২০০৩ তারিখে হিন্দু রীতি-নীতি অনুসারে বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় অভিযোগকারীর বাবা জামাইকে নগদ ৫০,০০০/- টাকা দিয়ে বোতাম ও সোনার কব্জিসহ একটি হাতঘড়িও উপহার দেন। অভিযোগকারীকে ২৫,০০০/- টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং প্রায় ৩০ ভরি ওজনের স্বর্ণালঙ্কার, রূপার তৈরি বাসনপত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি। উল্লিখিত বিয়েটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। তার দাম্পত্য বাড়িতে থাকার সময়, তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে আরও ৫০,০০০/- টাকার দাবিতে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগকারী তার বাবা-মাকে এমন দাবির কথা জানায় কিন্তু তার বাবা এই ধরনের বেআইনি দাবি পূরণে অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। তার বাবার ব্যর্থতা অভিযোগকারীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের আকারে আরও দুর্ভাগ্য এনে দেয়। যাইহোক, ৩০শে জুন, ২০০৪ তারিখে তিনি একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন এবং সন্তানের জন্মের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের অবৈধ ৫০,০০০/- টাকা নবায়ন করে। অভিযোগকারীর বাবার আর্থিক অবস্থা তাকে এমন দাবি পূরণ করতে দেয়নি। একাধিকবার অভিযোগকারীর পিতা

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অভিযোগকারীর উপর নির্যাতন না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু নিষ্ফল হয়। অভিযোগকারীকে হত্যার জন্য আসামিরা গ্যাস সিলিন্ডারের গিঁট খোলা রাখতেন।

৩. স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের নির্যাতনের শিকার হয়ে একপর্যায়ে অভিযোগকারী প্রত্যেকেই আত্মহত্যার কথা ভাবছিলেন। তবে অভিযোগকারী তার দুর্দশার কথা তার বাবাকে জানায়। ৪ ঠা আগস্ট , ২০০৬ তারিখে তার বাবা-মা বিরোধ নিষ্পত্তি করতে এসেছিলেন কিন্তু নিষ্ফল হয় এবং সেই তারিখে তাকে তার সন্তানের সাথে তার বিবাহের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাকে তার বৈবাহিক বাড়িতে তার সমস্ত স্ত্রীধন সম্পত্তি ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাকে ফোনে গালিগালাজ করত এমনকি তাকে মারাত্মক পরিণতির হুমকিও দেয়।

৪. অগ্রহায়ণের দ্বিতীয় সপ্তাহে, অভিযুক্ত স্বামী নবদ্বীপে অভিযোগকারীর বাড়িতে এসে জানান যে তিনি শিয়ালদহ আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য মামলা করেছেন এবং তাকে এই বলে ভয় দেখিয়েছিলেন যে তিনি উল্লিখিত মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনো চেষ্টা করলে সে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করবে।

৫. বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে দরখাস্ত-অভিযোগ থানায় পাঠিয়েছেন এবং ২০০৬ সালের নবদ্বীপ থানার মামলা নং ২২৫ ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৬-এ নথিভুক্ত করা হয়েছিল৷

৬. পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং সাতজনকে সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করে চার্জশিট দাখিল করে যাদের দুজন পুলিশ সদস্য।

৭. পিটিশনকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী বিশ্বাস, দাবী করেন যে ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারী মেয়ে সন্তানের জন্মের দুই বছরেরও বেশি সময় পরে তার বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ২৬শে নভেম্বর, ২০০৬-এ মানসিক নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি ব্যভিচার উভয়ের ভিত্তিতে বিবাহ ভেঙে দেওয়ার জন্য একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি ২০০৬ সালের বৈবাহিক মামলা নং ২৩৮ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এর পরে, ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৬-এ এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং এই সত্যটি নির্দেশ করে যে বিবাহবিচ্ছেদের মামলার পাল্টা বিস্ফোরণ হিসাবে ফৌজদারি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

৮. শ্রী বিশ্বাস আরও দাবি করেছেন যে অভিযোগের আবেদনের বিষয়বস্তু অর্থের দাবি এবং মানসিক ও শারীরিক উভয় ধরনের নির্যাতন সংক্রান্ত সর্বজনীন অভিযোগে পূর্ণ। এটা আইনের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়।

৯. শ্রী বিশ্বাসের দ্বারা আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে ২০শে জানুয়ারী, ২০০৭ তারিখে, ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারী - বিরোধী পক্ষ নং ২ হিন্দু বিবাহ আইনের ধারা ৯ এর অধীনে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য একটি মামলা দায়ের করেছে এবং উভয় প্রক্রিয়াই এখন শিয়ালদহ এর অতিরিক্ত জেলা জজের বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন।

১০. এই বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে তদন্তের সময় পুলিশ অভিযোগকারীর দাবীকে তার বিবাহের বাড়িতে উপস্থাপন করার জন্য স্ত্রীধন সম্পত্তির প্রমাণ করার জন্য কোনও নথি আটক করেনি। অভিযোগকারীর পিতামাতাকে উদ্‌ধৃত করা হয়নি কারণ পাঁচজন সাক্ষীর মধ্যে দুজন সাক্ষী নবদ্বীপে আবেদনকারীর বাসভবনের আশেপাশের, সাক্ষীদের কাউকেই অভিযুক্ত ঘটনা সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান নেই বলে বলা যায়।

১১. শ্রী বিশ্বাসের দ্বারা দাখিল করা হয়েছে যে ফৌজদারি কার্যধারাটি বিদ্বেষের সাথে উপস্থিত হয়েছে।

১২. শ্রী কল্লোল মণ্ডল, দায়িক পক্ষের প্রতিনিধি ও বিপরীত পক্ষ নং ২-এর শিখিত আইনজীবী উপস্থাপন করেছেন যে উক্ত মহিলাকে প্রচণ্ডভাবে নির্যাতন করা হয়েছে এবং অভিযোগকারিণীর দুর্দশা যদি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারা অনুসারে বিবেচিত হয়, তাহলে একজন সাধারণ বিবেচনাপ্রসূত ব্যক্তির কাছে এটির যথেষ্ট কারণ থাকবে যে দায়িকাকে তার বৈবাহিক গৃহে নির্যাতন করা হয়েছে। টাকার জন্য তাকে হয়রানি করা হয়। তাই এই কার্যক্রমকে আইনের অপব্যবহারের প্রক্রিয়া বলা যাবে না।

১৩. যে মহিলার কোন আর্থিক অবস্থা ছিল না তাকে তার সমস্ত স্ত্রীধন সম্পত্তি ছেড়ে বিবাহের বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। এটি শ্রী

মন্ডল দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে প্রক্রিয়াটিকে এটির যৌক্তিক উপসংহারে পৌঁছাতে দেওয়া উচিত।

১৪. শ্রী সুর, রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেছেন যে পুলিশ তদন্তের পরে একটি চার্জশিট জমা দিয়েছে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৮ক/৪০৬ এর অর্থের মধ্যে অপরাধ সংঘটনটি অনুমান করার সমস্ত কারণ রয়েছে।

১৫. মামলার উপস্থিতি থেকে এটি স্বীকার করা হয় যে আবেদনকারী নং . ১ এবং বিপরীত পক্ষ নং. ২ আইনত বিবাহিত। ২১শে জানুয়ারী, ২০০৩ তারিখে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়, পরবর্তীতে ৪ঠা জুন, ২০০৩ তারিখে নিবন্ধিত হয়। সন্তানের জন্ম ৩০শে এপ্রিল, ২০০৪ এবং তারিখে এবং ৪ই আগস্ট, ২০০৬ থেকে তারা আলাদাভাবে বসবাস করছে।

১৬. ২৬শে নভেম্বর, ২০০৬ তারিখে আবেদনকারী নং. ১ তাদের বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য একটি মামলা দায়ের করে এবং ১৬ ই ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখে এফআইআরটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এফআইআর এবং কেস ডায়েরি দেখার পরে, আমি অভিযোগকারীর দ্বারা করা স্ত্রীধন সম্পত্তির অর্পণের ইঙ্গিত করে এমন কোনও ফিসফাস খুঁজে পাইনি। অভিযোগকারীর স্ত্রীধন সম্পত্তি স্বামী বা তার বাবা-মায়ের কাছে ন্যস্ত ছিল বলে ইঙ্গিত করার মতো কিছুই নেই৷ অতএব, ভারতীয় দণ্ডবিধির

ধারা ৪০৬ এর অর্থের মধ্যে, প্রাথমিকভাবে, অপরাধের কোন উপাদান নেই।

১৭. এফআইআর-এর বিষয়বস্তু এবং সেইসাথে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬১ এর অধীনে তদন্তকারী অফিসারের দ্বারা রেকর্ড করা বিবৃতি অর্থের বেআইনি দাবি এবং এই ধরনের কথিত দাবি পূরণে ব্যর্থতার ফলে শারীরিক ও মানসিক উভয় নির্যাতনের বিষয়ে কিছু সর্বজনীন অভিযোগ প্রদর্শন করে। যদি প্রতিপক্ষ পক্ষ ২ এর আচরণকে মানবিক সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়, তবে সত্যিই এটি একটি ধাঁধা হয়ে দাঁড়ায় যে প্রতিপক্ষ পক্ষ ২ কী কারণে হিন্দু বিবাহ আইনের ধারা ৯ এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল, যার মাধ্যমে তিনি তার বিবাহিত পুরুষের সাথে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, যাকে সম্পূর্ণ নির্মম ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডারের গিঁট খোলা রেখে, বিপরীত পক্ষ নং ২ কে মেরে ফেলার অভিপ্রায়ে ঘরের লোকেরাও যে তাদের জীবনকে বিপদের মুখে ফেলবে তা গিলতেও খুব কঠিন।

১৮. আমার বিনীত মতে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এই অপরাধমূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এটি দ্বেষের সাথে উপস্থিত হয়েছে এবং আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এড়াতে, কার্যধারাটি বাতিল করা উচিত যা আমি সেই অনুযায়ী করছি।

১৯. ২০০৬ সালের জি.আর কেস নং ২১৯-এ নবদ্বীপের বিজ্ঞ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মুলতুবি থাকা কার্যধারা বাতিল হয়ে গেছে।

২০. অন্তর্বর্তী আদেশ, যদি থাকে, বাতিল হয়ে যায়।

২১. এই আদেশের অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞ বিচার আদালতে পাঠাতে হবে।

২২. কেস ডায়েরি ফেরত দেওয়া হোক।

২৩. আবেদনকারী নং ১ এবং ৩ জামিন বন্ড থেকে খালাস করা হবে।

২৪. এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি, সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।